দৈনিক বাংলা

15

তারিখ 10 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

থানা শিক্ষা কর্মকর্তার চাকরি -

২০০ পদের জন্য ২৫ হাজারেরও বেশী প্রার্থী

সুনীল ব্যানার্জি ঃ প্রায় ২০০ পদের জন্য ২৫ হাজারেরও বেশী প্রার্থী আবেদন করেছে। প্রার্থীদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যা চাওয়া হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রায় ২০০ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নেয়ার জন্য গত বছর আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার পদ মর্যাদার এসব কর্মকর্তার পদের জন্য মাষ্টার্স ডিগ্রীধারীদের আবেদন করতে বলা হয়। কিন্তু ডবল মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী এবং বিএড ট্রেনিংসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক। এছাড়া বেশ কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী প্রার্থীও রয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, পদের তুলনায় আশাতীত আবেদনপত্র জমা এবং প্রয়োজনের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রার্থী থাকায় কমিশনের দরখাস্ত বাছাই করতে বেশ বেগ পেতে হয়। কমিশন এরই মধ্যে দরখাস্ত বাছাই ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করেছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের ইন্টারভিউ কার্ড পাঠান শুরু হবে। লিখিত পরীক্ষা মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন একইসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার পদ মর্যাদার প্রায় ৩শ' সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার জন্য আবেদনপত্র আহবান করেছিল। উল্লিখিত পদের জন্য প্রায় ৩০ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। এই পদের চাহিদার চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে থেকে প্রায় ২০ হাজার আবেদনকারীর লিখিত পরীক্ষা নেয়ার পর প্রায় আড়াই হাজার প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। এদের মধ্য থেকে ঢাকা বিভাগের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। অন্যান্য বিভাগের পরীক্ষা চলতি মাসে শুরু হতে পারে। মে মাসের দিকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান ঃ এসব পরীক্ষা সম্পন্ন হলে চলতি বছর জুন মাসের মধ্যে প্রায় পাঁচ শ' প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদার কর্মকর্তা শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হবেন। এদের সবাইকে নেয়া হবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের অধীনে।

উক্ত কর্মকর্তা আরো জানান ঃ উল্লিখিত কর্মকর্তারা ছাড়াও ১৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী কলেজে আরো প্রায় ৪শ' শিক্ষক নেয়া হবে। এসব শিক্ষক নেয়ার কাজও চলতি বছরের মধ্যে শুরু হবার কথা।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন কর্মকর্তা জানান ঃ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা শেষ করতে জুলাই মাস শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে দ্রুত পরীক্ষা সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।